মানবাধিকার চেতনা

(পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের মুখপত্র)

যষ্ঠ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা | জানুয়ারী, ২০০৩

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালন

মানবাধিকার সংক্রান্ত সর্বজনীন ঘোষনার ৫৪তম বার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতার নন্দন প্রেক্ষাগৃহে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন। অনুষ্ঠানের মূল বক্তা ছিলেন ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রাক্তন সভাপতি এম. এন. ভেঙ্কটচেলাইয়া।

বিচারপতি শ্রী ভেঙ্কটচেলাইয়া বলেন মানবাধিকার সম্পর্কিত সর্বজনীন ঘোষনা বিশ্বের আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক এই দুই ধরনের সংঘাত দূরীকরণের লক্ষে এক বিশাল পদক্ষেপ। মানব পরিবারের সকল সদস্যের জন্য সমান ও অবিচ্ছিন্ন অধিকার ঘোষনা ও প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যেই এই সর্বজনীন ঘোষণা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন গণতন্ত্র ও মানবাধিকার পরস্পর প্রতিদ্বন্দী নয়। বরং গণতান্ত্রিক পরিবেশে সাধারণ মানুষের উন্নয়ন যত ত্বরান্বিত হবে, সমাজে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ততই কম ঘটবে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশানালের মানবাধিকার ইস্যুতে পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে ক্রমাগত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কুৎসা প্রচার করার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন এই অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশানালই ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ ঘটছিল তখন প্রতিবাদের আঙুল না তুলে চোখ বন্ধ করেছিল। তিনি উল্লেখ করেন পশ্চিমবঙ্গ গত ২৫ বছরের স্থায়িত্বে সামাজিক ও আর্থিক ন্যায়ের উপর ভিত্তি করে থেকে সম্প্রীতির ক্ষেত্রে বিশাল বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছে।

জাতীয় ও রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের কাছ থেকে পাওয়া অধিকাংশ সুপারিশই রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। তিনি বলেন মানবাধিকার রক্ষার প্রশ্নে দুই কমিশনেরই পরামর্শ পেতে রাজ্য সরকার সদাই আগ্রহী।

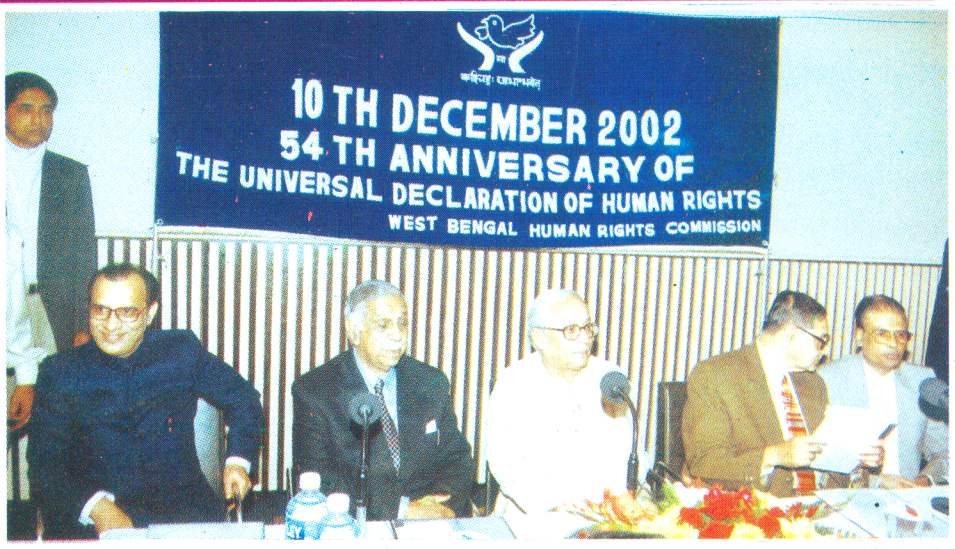

নন্দন প্রেক্ষাগৃহে পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন আয়োজিত অনুষ্ঠানে (ডানদিক হইতে) অধ্যাপক ডঃ অমিত সেন, সদস্য, বিচারপতি শ্রী মুকুল গোপাল মুখার্জী, সভাপতি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য, বিচারপতি শ্রী এম. এন. ভেঙ্কটচেলাইয়া, ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও শ্রী এন.কে. জুৎসি, সচিব।

মানবাধিকার রক্ষার প্রশ্নে রাজ্য সরকারের দায়বদ্ধতার কথা তিনি উল্লেখ করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর ঐ ঘোষনাকে স্বাগত জানিয়ে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি শ্রী মুকুল গোপাল মুখার্জী বলেন, কখনও কখনও কোন ক্ষেত্রে দেরি হলেও রাজ্য সরকার রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের ৯৫ শতাংশ সুপারিশ গ্রহণ করেছে। তবে কখনও কখনও পরিকাঠামোর অভাব সমস্যার সৃষ্টি করে। যেমন, পর্যাপ্ত তহবিলের অভাবে অনেক সময়েই পুলিসের গুলিতে মৃত্যু হওয়া নিরপরাধ মানুষের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ পেতে দেরি হয়। তাই কমিশনের প্রস্তাব ছিল এজন্য বাজেটেই আলাদা করে আর্থিক সংস্থান রাখা। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন তিনি বিবেচনা করবেন।

বিচারপতি শ্রী মুখার্জী তাঁর ভাষণে বলেন যে প্রচলিত মানবাধিকার রক্ষা আইন প্রাথমিক ভাবে সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ের উপরেই বেশি গুরুত্ব দেয়। ফলে এই প্রক্রিয়ায় সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অধিকারের মত মৌলিক অধিকারগুলি উপেক্ষিত হয়। তিনি আরও যোগ করেন যে প্রচলিত আইনকে বহুমাত্রিক করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

কমিশনের সদস্য ডঃ অমিত সেন তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন সমগ্র দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই প্রথম মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে নয়াদিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং রাষ্ট্রসংঘের তথ্যকেন্দ্র আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত আমলাবৃন্দ, বিদেশী কূটনীতিক ও মানবাধিকার বিশেষজ্ঞের দল এবং শত শত বিদ্যালয়ে পড়া শিশুদের সম্বোধন করে রাষ্ট্রপতি এ. পি. জে. আবদুল কালাম শিশুদের পিতামাতা ও শিক্ষকদের নিকট আবেদন জানান শিশুদের মনের উপর বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করতে যাতে এমন এক দেশ গড়ে তোলা যায় যেখানে থাকবে যত্নশীল মানুষের দল যারা অন্যের ব্যথা-বেদনা দূর করবে। শ্রী কালাম বলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও ভয়ঙ্কর আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের দ্বারা আজকের বিশ্ব আক্রান্ত এবং সমগ্র মানব সমাজে এই সন্ত্রাসবাদ ভয় ও অনিশ্চয়তার জন্ম দিচ্ছে। তিনি বলেন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে আক্রমণ, মস্কোর রঙ্গমঞ্চ অবরোধ, ইন্দোনেশিয়ায় বালি হোটেল আক্রমণ, ভারতীয় পার্লামেন্টে আক্রমণ এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে

(চতুর্থ পাতার ১ম কলমে)